FEB. 28 2001

ভোরের কাগজ

পাবলিক পরীক্ষায় আর কোনো কেন্দ্র হবে না

কেন্দ্রে থাকবেন অন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক : স্থায়ী কমিটিতে ঐকমত্য

মানস ঘোষ : নকল ও দুর্নীতি প্রতিরোধে আসন্ন এসএসসিসহ পরবর্তী যে কোনো পাবলিক পরীক্ষায় আর নতুন কোনো কেন্দ্র স্থাপন করা হবে না। যে প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা কেন্দ্র থাকবে সেখানে অন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক দায়িত্ব পালন করবেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদেরকে ঐ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না।

এ ব্যাপারে সরকার ও বিরোধী দলীয় সাংসদরা ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। শিক্ষামন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত সভায় এই ঐকমত্যের পর উভয় দলের সাংসদরা এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বোর্ডকে নির্দেশ দিয়েছেন। সর্বদলীয় এই সংসদীয় কমিটির সভায় দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের নাগরিককে নকলের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

কমিটির সভাপতি নূরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে সংসদ ভবনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকল প্রতিরোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাবলী পর্যালোচনা ও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত সাব কমিটির রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়।

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

পাবলিক পরীক্ষায় আর

● প্রথম পাতার পর

উপাধ্যক্ষ মোঃ আবদুস শহীদের নেতৃত্বে গঠিত সাব কমিটির প্রতিবেদনে নকল ও দুর্নীতি প্রতিরোধ ২৬টি সুপারিশ করা হয়। এতে বলা হয় রাজনৈতিকভাবে সকলকে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দখলদারিত্ব বন্ধ করতে হবে। যে সব প্রতিষ্ঠানে ফলাফল একাধারে কয়েক বছর খারাপ হবে সেইসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বন্ধ করতে হবে। একই উপজেলায় একাধিক পাবলিক পরীক্ষা কেন্দ্র বন্ধ করতে হবে। বাজারে গাইড বই বিতরণ ও বিক্রয় অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

সভায় সাব কমিটির সুপারিশগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিএনপির সাংসদ আলমগীর কবীর বলেন, নকল আগেও ছিল এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। এর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা কমাতে হবে। বিএনপির অপর সাংসদ মশিউর রহমান বলেন, তুলনামূলকভাবে সরকারি কলেজে কম নকল হয়। তিনি বলেন, রাজনীতিবিদরা খুব কম সময় এ দেশ শাসন করেছে। মাস্তান ছেলেরা এখন ছাত্র নেতা হয়। এ জন্যই সর্বত্র এতো অস্থিরতা। মশিউরি রহমান বলেন, এখন শিক্ষকরাও নকলে সহায়তা করেন। অথচ ধরা পড়লেও তাদের বেতন বন্ধ হয় না। তিনি থানা সদরের বাইরে কেন্দ্র না দেওয়ার সুপারিশ করেন।

সভায় শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, বর্তমানে শিক্ষকরা শিক্ষার মান উন্নয়ন আর নকল বন্ধে আগ্রহী নন। অথচ শিক্ষাঙ্গণে দুর্নীতি বন্ধে ৮০ ভাগ দায়িত্ব শিক্ষকেরই। এমনকি শিক্ষা দপ্তরগুলো পরিচালনার দায়িত্বেও রয়েছেন তারা। শিক্ষামন্ত্রী সাব কমিটির প্রতিবেদনের প্রশংসা করে বলেন, নকল ধরা ও ছাত্র বহিষ্কারের চেয়ে ক্লাসরুমে ছাত্রদের পড়াশোনা বাড়ানোর জন্য শিক্ষকদের বেশি নিয়োজিত হওয়া উচিত।

সভাপতির বক্তব্যে নুরুল ইসলাম নাহিদ সাব কমিটির প্রতিবেদনের দুর্বলতা চিহ্নিত করে বলেন, এই প্রতিবেদন তৈরিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মতামত নেওয়া হয়নি। অথচ সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য তারাই আইনি দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

কমিটির সদস্য শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, বেগম রাজিয়া মতিন চৌধুরী, বেগম রওশন এরশাদ, আলমগীর কবির এবং মোঃ মশিউর রহমান বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. সাদত হুসাইন এবং সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বৈঠকে